০৭-০১-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শন্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভালবেসে মুরলি শোনো আর শোনাও, নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্নে ভরপুর করে নিতে পারলে তবে ভবিষ্যতে রাজ্য অধিকারী হবে "

প্রশ্নঃ - শিববাবাকে কেন ভোলানাথ বলা হয়েছে ?

উত্তরঃ - কারণ শিববাবা এক সেকেন্ডে বাচ্চাদের সব ক্ষতিসমূহ ঠিক করে দেন । বলা হয়ে থাকে রাজা জনক এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন । এটা একজন রাজা জনকের কথা নয় ; বাবা তোমাদের সকলকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দেন । ভারতের সবকিছু তিনি ঠিক করে দেন যা কিছু ক্ষতি হয়েছে । তিনি সর্বদা দুঃখী বাচ্চাদের সুখী করেন । এইজন্য তাঁকে সকলে ভোলানাথ বলে স্মরণ করে ।

গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনুপম কেউ নয়

ওম্ শন্তি । *ভোলানাথ বাবা সবার আগে তাঁর বাচ্চাদের প্রতি এই নির্দেশ দেন , ভোলানাথের স্মরণে স্থিত হও । মানুষকে ভোলা বলা যায়না । একমাত্র শিববাবাই ভোলানাথ । এমনকি শংকরকেও ভোলানাথ বলা যায়না । একমাত্র তিনি, যিনি ঘটে যাওয়া সব ভুলকে ঠিক করেন অর্থাত্ দুঃখকে সুখে পরিণত করেন সেই এককেই ভোলানাথ বলা যায়* । ভারতের মানুষের সবকিছু বিনষ্ট হয়ে গেছে । সুতরাং, সেই একেশ্বর যিনি ভারতের সব ভুলকে ঠিক করেন তিনি তো ভারতেই আসবেন ! *তিনি সেকেন্ডে দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করার উপায় বলে দেন* । জনককেও যুক্তি বুঝিয়েছিলেন । এরকম নয় যে কেবল একজনেরই দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হয় । যদি জনকের জন্য সবকিছু ঠিক হয়ে থাকে এবং তিনি জীবনমুক্তি পেয়ে থাকেন , তবে নিশ্চিতভাবে একটা রাজত্বও ছিলো ! তাঁর সাথে অনেকের জীবনমুক্তিও হয়েছিলো ! ভারতবাসী মনে করে ভারত জীবনমুক্ত ছিল । স্বর্গকে জীবনমুক্ত বলা হয়ে থাকে । আর নরককে বলা হয়ে থাকে জীবনবন্ধ । এই হলো রাজযোগ । একমাত্র রাজযোগের মাধ্যমে রাজত্বের স্থাপনা হয় । এটা কোনও এক জনকের কথা নয় । ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন এবং রাজত্বও দিয়েছেন । তোমরা দেখতে পাচ্ছ বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণ কিভাবে তাঁদের রাজ্য লাভ করছেন ! এখন কলিযুগ । প্রজার পর প্রজার রাজ্য স্থাপন হয়েছে । এই হলো পঞ্চায়েত রাজত্ব । এরপরে সত্যযুগ । তোমরা জানো যে লক্ষ্মী নারায়ণ পূর্ব জন্মে এমন কর্তব্য করেছিলেন যার জন্য তাঁরা সূর্যবংশীয় রাজত্ব লাভ করেছিলেন । তারপরের রাজত্বকাল ছিল চন্দ্রবংশীয় । রাজত্ব হস্তান্তরিত হয় । তোমরা জানো গীতা সর্বোত্তম ধর্মশাস্ত্র, যার থেকে তিন ধর্মের স্থাপন হয় । অন্যান্য সব ধর্মের এক এক শাস্ত্র । সঙ্গমযুগেও এক শাস্ত্র এবং মহিমাও সেই এক শাস্ত্রের, গীতার । যার থেকে সকলের সদগতি প্রাপ্ত হয় । সুতরাং, শুধুমাত্র তিনি, সেই একেশ্বর সদগতি দেন । গীতায় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞেরই বর্ণনা আছে, যার দ্বারা পুরনো নরকের বিনাশ আর স্বর্গের স্থাপনা হয় । এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই । বাবা বুঝিয়েছেন - সর্বাগ্রে বাবার পরিচয় দিতে হবে যে, যিনি বিশ্বে স্বর্গ স্থাপনা করবেন তিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক এবং তিনি সকলের পিতা । পরে লক্ষ্মী নারায়ণ বিশ্বের মালিক হবেন । তাঁদের নিশ্চয়ই শিববাবা রাজ্য দিয়েছেন । এখন কলিযুগ ; ভারত কড়িতুল্য । ভারতের ধারদেনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আর সেই কারণে সরকার সোনা কেনার চেষ্টা করে যাচ্ছে । তবে ভারত কিভাবে হীরে সমান হলো । লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গরাজ্য লাভ করেছিলেন

, তাই না ! তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমাদের অপমান সহ্য করতেই হবে । অন্য দেশের লোকেরা তাঁদের মহিমা করে । তারা জানে দেবতারা প্রাচীন ভরতের মালিক ছিলেন । তোমরা বাচ্চারা এখন সবকিছু বাস্তবে দেখছ, তোমাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বিশাল তাদেরই খুশি হবে । বিশাল বুদ্ধি তারাই যারা নিজেরা ধারণ করে অন্যকে ধারণ করতে উত্সাহিত করে । এরকম ভেবোনা, সৎসঙ্গ ইত্যাদির ওখানে ৫-১০ হাজার লোক যায়, এখানে অত আসেই না ! নিশ্চিতভাবে ভক্তি ক্রমাগত বর্ধিত হবে । সেখান থেকে এই চারা উদ্ভূত হবে । যারা কল্পপূর্বে এইসব জিনিস বুঝেছিল তারা এখন বুঝবে । সাধারণতঃ লোক ধর্মীয় কথা শোনায় আর শোনে যারা তারা শুনে ঘরে চলে যায় ; ব্যস্ এই পর্যন্ত ! এখানে কত মেহনত করতে হয় । পবিত্রতার ক্ষেত্রেই কত হাঙ্গামা হয় ! গভর্নমেন্ট কিছু করতে পারেনা । এই পাণ্ডব গভার্নমেন্ট গুপ্ত ; নাম 'আন্ডারগ্রাউন্ড সেনা' । তোমরা, শক্তিসেনারা গুপ্ত । কেউ তোমাদের বুঝতে পারেনা । তোমরা অহিংসাত্মক শক্তি সেনা । এর অর্থ কারও কাছে বোধগম্য নয় । এমনকি তারা গীতার কোনও শব্দের অর্থ বোঝেনা । বাবা নিজে বলছেন এই নলেজ প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । এমনকি লক্ষ্মী নারায়ণের মধ্যেও এই জ্ঞান থাকেনা । যখন জ্ঞান শুনিয়ে আমি রাজধানী স্থাপন করি, সেই সময়ে কারও বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকেনা । এই বাবাও গীতা ইত্যাদি পড়তেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিতে এইসব কথা ছিলনা । এখন দেখ ক্রমাগত কত সেন্টার খুলছে ! বাস্তবে, পবিত্রতার বিরুদ্ধে কত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে । আগেও এই বাধা এসেছে । ওই গীতা পাঠশালায় যেখানে গীতা পাঠ করে শোনানো হয় সেখানে বাধার প্রশ্নই ওঠেনা । এখানে তোমরা ব্রহ্মাকুমার -কুমারী তৈরী হও । এই সমস্ত কথা গীতায় উল্লেখ করা নেই । এই শব্দ গীতাতেও নেই । এখানে কিছু কিছু বিষয় বুঝে নিতে হবে । সমগ্র মানুষ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী ; শুধুমাত্র ভারতবাসী নয় । সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান , তাঁকে অ্যাডাম বলে । তারা জানে যে , সমগ্র মানব জাতির তিনিই হলেন মাথা, যিনি মানবধর্ম স্থাপন করেছেন । এটা এরকম নয় যে সৃষ্টি বিদ্যমান ছিলো না এবং ব্রহ্মা তখন সৃষ্টি রচনা করেছেন আর তারপর তাঁর মুখ থেকে মানুষ রচিত হয়েছে ; না, যদি একজন মানুষও না থাকত তবে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী মানুষ রচনাও হতনা । না হতো ব্রহ্মামুখ রচনা আর না হতো ব্রহ্মার শারীরিক রচনা । সমস্ত দুনিয়া সৃষ্টি , তারই চারা লাগানো হয়ে থাকে । এই নতুন নতুন বিষয় বুঝতে হবে । এইসব অন্য কারও বুদ্ধিতে ধারণ হতে সময় লাগে । কেউ একমাসের মধ্যেই খুব সচেতনতার সাথে এই জ্ঞান ধারণ করে নেয় । উদাহরণস্বরূপ, ব্যাঙ্গালোরের বাচ্চা অঙ্গনা, তাকে এই জ্ঞান কত উত্সাহিত করেছে ; জ্ঞানের মাদকতায় মত্ত ছিল । এখানে ২০ বছর আছে এমন অনেকেরই এই উত্সাহ হয়নি । সে খুশিতে নাচত । এটা অবশ্যই অতীব খুশির যখন কিনা তুমি ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে । ভগবান এসে মায়ার থেকে রক্ষা করেন । তারপরে স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করেন । বাবা খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন । আমি এই সাধারন তনের মাধ্যমে আবার তোমাদের বাচ্চাদের সেই সহজ রাজযোগ এবং সৃষ্টিচক্রের আদি -মধ্য - অন্তের জ্ঞান প্রদান করি । তোমরা মানুষকে বলতে পারো - এসো আমরা তোমাদের সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্তের ইতিহাস বর্ণন করব, কিভাবে আবার সত্যযুগ ফিরে আসবে । শেখানোর জন্যে অবশ্যই একজনের প্রয়োজন । তিনি আমাদের শেখালে তবে তো আমরা বোঝাতে পারব । যারা গীতা পাঠ করে শোনায় , তোমরা তাদের থেকে অনেক শুনেছ । সেখানে অনেক লেকচার হতে থাকে । কিন্তু তারা যেহেতু এই ধর্মের নয় সেই কারণে এদিকের আকর্ষণও থাকেনা । যখন তোমাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে তখন ধীরে ধীরে ঝাড়ের বৃদ্ধি হবে । তোমরা জানো যে, ভারত কিভাবে দারিদ্র্য-পীড়িত হয়েছে । কত লোক খিদের তাড়নায় মরে গেছে । তারা অত্যন্ত দুঃখী ; তারা ভগবানের কাছে প্রার্থণা করে

তুমি এসো এবং দুঃখ থেকে আমাদের উদ্ধার করো । তোমরা বাচ্চারা জানো , বিশ্বে কখন সুখ-সৃষ্টি স্থাপনা হবে । এখানে *তোমাদের বাচ্চাদের ঝুলি জ্ঞানরত্নে ভরে উঠছে । আগে সকলে শুনতো এবং শুনাতো , ঝুলি ভরে ওঠার কোনও প্রশ্ন ছিলনা । কেবলমাত্র তোমাদের ঝুলিই এখন ভরছে । যারা টেপ শুনবে বা মুরলি পড়বে অথবা মুরলি শুনবে তাদেরও ঝুলি ভরছে । তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা, তোমরা প্রত্যেকে ভারতের ঝুলি ভরছ । ভারত অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠবে । যেমনই হোক যারা তাদের ঝুলি ভরে নিচ্ছে তারাই রাজত্ব করবে* । ভারত ছিলো সোনার পাখী আবারও তাই হবে । সবাই সুখী হবে । ভারতে কত কোটি কোটি মানুষ । সেখানে এত মানুষ থাকবেনা । যাদের ঝুলি ভরছে তারা রাজ্য ভাগ্য লাভ করবে । কি ঘটবে তাই ভেবে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকতে পারেনা । এই লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখ ! এঁরা সত্যযুগের মালিক ছিলেন । স্বর্গের রচয়িতা শিববাবা আর এঁরা, লক্ষ্মী নারায়ণ, সত্যযুগের মালিক । তাঁরা নিশ্চয়ই আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন । তাঁদের পূর্ব জন্ম অবশ্যই সঙ্গমযুগ ছিলো । সঙ্গমযুগ কল্যাণকারী কারণ বিশ্ব পরিবর্তন সঙ্গমযুগেই হয়ে থাকে । সুতরাং, জ্ঞান অবশ্যই কলিযুগ আর সত্যযুগের অন্তর্বর্তী সময়ে, সঙ্গমযুগে দেওয়া হয়েছিলো । তিনি এখন আবার একবার তোমাদের সেই জ্ঞান প্রদান করছেন । এরপরে কেউ কেউ বলে, কিভাবে নিরাকার পরমাত্মা এসে রাজযোগ শেখাবেন ? অতএব , তোমরা তাদের সামনে ত্রিমূর্তির ছবি প্রদর্শন করো । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা . . . তবে যিনি স্থাপনা করবেন তিনিই পালনও করবেন । উদাহরণস্বরূপ, ক্রাইস্ট তাঁর ধর্ম স্থাপন করেছিলেন এবং তারপরে তা পালন করতে তাঁকে নিশ্চয়ই পোপ হতে হয়েছিলো । তাঁরা কেউ ঘরে ফিরে যেতে পারেননা । তাঁদের অবশ্যই পালনা দিতে হয় । পুনর্জন্মের চক্রে আসতেই হয়, তা নাহলে সৃষ্টির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । এখনও পর্যন্ত সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে প্রথম রাজত্ব ছিলো দেবী- দেবতাদের, তাঁদের সংখ্যা অবশ্যই সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত্ । তবে, ক্রিশ্চিয়ানদের জনসংখ্যা কেন বেশী ? তবে লাখ লাখ বছরেরও কোনও প্রশ্ন থাকতে পারেনা । এইসব ব্যপার তারাই বুঝবে যারা তোমাদের ঘরানার । এই জ্ঞানের তীর অন্যদের বিদ্ধ করবেনা । বাবা বলেন, যাকেই নিয়ে এসো তাদের জ্ঞানবাণ লাগাও । যদি সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কুলের হয় তবে তীর লাগবে । *শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে - লড়াইয়ে যাদবরা এবং কৌরবরা মারা গিয়েছিলো , পাঁচ পাণ্ডব থেকে গিয়েছিলো ; তারা হিমালয়ে চলে যায় এবং সেখানে গলে মারা যায় । তা' কখনই সম্ভব নয় । এটা বলা হয়ে থাকে, যারা আত্মঘাতী হয় তারা মহাপাপী । আত্মার কখনও ঘাত হয়না । আত্মা গিয়ে তার শরীরকে ঘাত বা বিনাশ করে । এরকম হওয়া অসম্ভব যে , পান্ডবদের, যাদের পরমাত্মা শ্রীমত্ দিয়েছিলেন তারা পাহাড়ের ওপরে গিয়ে গলে মরে যাবে ! আচ্ছা , তারা তো পাঁচ পান্ডব ছিলো বাকি আর পান্ডবরা কোথায় গেল ? তারা সেনা দেখায়নি । তোমরা জানো বিনাশ কিভাবে হবে । তোমরা দেখবেও । তোমাদের বাচ্চাদের অনেক সাক্ষাত্কার হবে* । শুরুতে তোমাদের অনেক সাক্ষাত্কার হতো । তোমরা কখনও লক্ষ্মীকে কখনও নারায়ণকে আহ্বান করতে । কত সাক্ষাত্কার হতো । পরে অন্তিম সময়ে যখন চরম দুর্দশার হাহাকারে চারিদিক মথিত হবে তোমাদের আবার সাক্ষাত্কার হবে । যখন হাঙ্গামা হবে তোমরা বাচ্চারা এখানে এসে একত্রে থাকবে এইজন্য মধুবনে কত কত বিল্ডিং বানানো হচ্ছে । তোমরা বাচ্চারা তখন সাক্ষাত্কার দ্বারা উত্সাহিত হবে । যতই হোক এটা তোমাদের মাসীর ঘরে যাওয়া নয় যে প্রত্যেকে এখানে চলে আসতে পারবে । একমাত্র শ্রীমত্ অনুসরণকারী বাচ্চারা , বাবার সহযোগী, তারাই আসবে । পান্ডবদের গলে যাওয়ার কথাই যদি হতো তবে বিল্ডিং কেন বানানো হবে ? যদি কোনও কথায় তোমরা বিভ্রান্ত হও তবে বিশিষ্ট , অনন্য বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করতে পারো । তা নয়তো এই ব্রহ্মাবাবা বসে আছেন । যদি ইনি বলতে না পারেন তবে বড় বাবা (শিববাবা) এখানেই বসে আছেন । তোমাদের

বলা হয়েছে যে, এখনও অনেক কিছু আছে যা বুঝে নিতে হবে । সারা চক্রের রহস্য বাবা বোঝাতে থাকেন । কত পয়েন্টস বেরিয়ে আসতে থাকে । এখনও কিছু সময় রয়েছে তাই অবশ্যই বোঝাতে হবে । *যাই হোক মানুষকে প্রথমে এই মূল কথা লেখাতে হবে । তাদের রক্ত দিয়ে অর্থাত্ অন্তর্মনের নির্যাস দিয়ে লেখাতে হবে, পরমপিতার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে , সেই পরমপিতা আমাদের পড়াচ্ছেন । এরকম নয় যে লিখলেই তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে* । তারা বলবে, আমরা তো এমনিই লিখেছি । কারও প্রতি বেশী মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই । বলো ভগবানুবাচ । আমরা শিববাবাকে ভগবান মানি । তিনি জ্ঞানের সাগর, সত্ -চিত্ । তাঁর নিজের কোনও শরীর নেই । সুতরাং , তিনি নিশ্চয়ই সধারন তনের আধার নেবেন ! সেইজন্য সর্বপ্রথম বাবা বলেন , কেবল আমাকে স্মরণ করো । দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো তবে বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমরা আমার কাছে চলে আসবে এবং চক্রকে স্মরণ করে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে । বাবা কত মধুর , আর দেখ ! কিভাবে আমাদের মধুর করে তুলছেন । সত্যযুগের নিশান, আবারও অবশ্যই রিপিট হবে । কলিযুগও আছে । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছ । বিনাশ সামনে উপস্থিত, আর অন্য প্রমাণের কি প্রয়োজন ? আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।
ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-
১) বাবার মতো তৈরী হতে হবে । ভগবান এসে আমাদের মায়ার থেকে রক্ষা করেন, এই খুশিতে থাকা উচিত্ ।
২) কোনওপ্রকার কথায় বিভ্রান্ত হয়োনা । সুপুত্র বাচ্চা হয়ে বাবার পুরোপুরি সহযোগী হতে হবে ।
বরদানঃ- শুদ্ধিকরণের বিধি দ্বারা স্তম্ভকে মজবুত বানানোর কারিগর সর্বদা বিজয়ী ও নির্বিঘ্ন ভব

যেমন কোনও কাজ করার আগে শুদ্ধির বিধি প্রয়োগ করো তেমনই যখন কোনও স্থানে কোনও বিশেষ সেবা শুরু করবে বা চলতে চলতে সেবায় কোনও বিঘ্ন উত্পন্ন হবে তবে প্রথমেই সংগঠিতভাবে চতুর্দিকে বিশেষ সময়ে একসাথে যোগ দান দাও । সব আত্মাদের একটাই শুদ্ধ সংকল্প থাকুক - বিজয়ী । এই হলো শুদ্ধির বিধি , এর থেকে সকলে বিজয়ী বা নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে এবং স্তম্ভ মজবুত হবে ।

স্লোগানঃ যথার্থ কর্মের প্রত্যক্ষফল হলো খুশি আর শক্তির প্রাপ্তি ।

তপস্বী মূর্ত হও
যেমন তপস্বী আসনে বসেন , ঠিক সেভাবেই আপনিও নিজের একরস আত্মার স্থিতির আসনে বিরাজমান হয়ে তপস্যা করুন । আপনার প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় থেকে দেহ-অভিমানের ত্যাগ এবং আত্ম-অভিমানীর প্রত্যক্ষ রূপ প্রতীয়মান হবে ।